চানক্যের চরিত্রের বৈশিষ্ট্যসমূহ :-

~~ভূমিকা~~ :-

প্রাচীন ভারতীয় নাট্যতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণে দৃশ্যকাব্যে রসই প্রধান। রসের সার্থক পরিবেশনই নাট্যকারের সাফল্যতা, রসানুভূতিতে দর্শকের চরিত্রতা। নাট্যকার উপস্থাপিত চরিত্রসমূহের দ্বন্দ্ব-সংঘাতে রস অভিব্যক্ত করেন। নাট্যকার বিশাখাদত্ত বিরচিত বীররসাশ্রিত রাজনীতি বিষয়ক 'মুদ্রারাক্ষসম্' নাটকে চানক্য চরিত্রটি নাটকের মধ্যমণি। ইতিহাসের কুটিলমতী, ক্রোধী ও প্রতিহিংসা পরায়ন চানক্য চরিত্রটিকে নাট্যকার বিশাখাদত্ত মুদ্রারাক্ষস নাটকে বিভিন্ন গুণের আরোপ করে (বিভূষিত করে) নবরূপে তুলে ধরেছেন।

মুদ্রারাক্ষস নাটকটি পাঠ করে ঐতিহাসিক চানক্য চরিত্রটির ~~আমাদের সামনে~~ যে প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে ~~আমাদের সম্মুখে~~ তা নিম্নে ব্যক্ত করা হল-

1. দূরদর্শী রাজনীতিবিদ :-

চানক্য ছিলেন কূটনীতির নিপুন প্রয়োগে দূরদর্শী রাজনীতিবিদ। তিনি বাহুবল অপেক্ষা বুদ্ধিবল প্রয়োগে ~~[illegible] বুদ্ধিবলে~~ শত্রুপক্ষের সমস্ত প্রচেষ্টাকে সমূলে বিনষ্ট করেছেন। বিনা যুদ্ধে কেবল বুদ্ধির দ্বারাই শত্রুসৈন্যকে ~~[illegible]~~ পর্যুদস্ত করেছেন যেখানে রাজা চন্দ্রগুপ্তও বিস্মিত হয়ে মন্তব্য করেছেন- বিনৈব যুদ্ধাদার্যেণ জিতং দুর্জয়ং পরবলমিতি লজ্জিতোঽস্মি।

~~কূটনীতি প্রয়োগে দক্ষতা:~~ দেশ ও কাল অনুসারে কূটনীতির কিভাবে নিপুণ প্রয়োগ করতে হয় তা চাণক্যের জানা ছিল। ফলে তাঁর নীতি সর্বত্র জয়ী হয়েছে। অমাত্য রাক্ষসের মত প্রবীন রাজনীতিজ্ঞের পক্ষে চাণক্যচরিত্র জানা দুরূহ, তাই চন্দনবেশী সিদ্ধার্থক মন্তব্য করেছেন — "অমাত্য-রাক্ষসেনাপ্যনবগাহিতপূর্বমার্যচাণক্যচরিতম্।" (প্রয়োজন ছাড়া হয়েছো তার ধারণার বিশ্লেষণ প্রয়োজনমন্তরা চাণক্য: স্বপ্নেঽপি নৈতত।'

২. সর্বত্যাগী ও স্নেহশীল আচার্য:-

ব্যাক্তি জীবনে চাণক্য ছিলেন সর্বত্যাগী এক সামান্য ব্রাহ্মণ, হৃদয়ের উদারতায় স্নেহশীল আচার্য। কঞ্চুকীর উক্তিতে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর কুটিরের দীনতা। তাই কঞ্চুকী তাঁকে তুলনায় বলেছিলেন— 'অহো রাজাধিরাজমন্ত্রিণো বিভূতি:।'

৩. দায়িত্বশীল পুরুষ:-

চাণক্য যেমন ধুরন্ধর রাজনীতিবিদ তেমনি তিনি ছিলেন দায়িত্বশীল পুরুষ। তাই তিনি সূত্রধারের কাছে শুনে বলেছিলেন — আমি বেঁচে থাকতে চন্দ্রগুপ্তকে কে বলের দ্বারা পরাজিত করতে চায় — "আঃ ক এষ ময়ি স্থিতে চন্দ্রগুপ্তমভিভবিতুমিচ্ছতি বলাৎ?" তাঁর এই দায়িত্বজ্ঞান সম্পূর্ণ নাটকে পদে পদে লক্ষ করা যায়। নন্দবংশের উচ্ছেদে তিনি তাঁর দায়িত্বকে দক্ষতার সঙ্গে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন।

৪. গুপ্তচর নিয়োগে সুদক্ষতা:-

আত্মরাজ্যের সমস্ত বিষয়ে খবর রাখার প্রধান মাধ্যম হল গুপ্তচর নিয়োগ। তাই রাজ্যশাসনের জন্য গুপ্তচর নিয়োগ এবং অন্যান্য

অপরিহার্য বিষয়। এই গুপ্তপুরুষ নিয়োগে চাণক্যের পারদর্শিতা যে কোন রাজনীতিকের ~~ঈর্ষণীয়~~ ঈর্ষণীয়। উপযুক্ত পরিশ্রম করে তিনি জেনে গুপ্তচর নিয়োগ করতেন। চাণক্য নিযুক্ত তাস্তরমান, উদাস্থিত, গৃহপতিকে — গুপ্তচরেরা পরস্পর জানতেও পারেনি — তারা আসলেই একই প্রভুর কর্মচারীন ব্যাপৃত।

5. দূরদর্শিতা :-

অত্যন্ত দূরদর্শিতা চাণক্য ছিল — "নাস্য গুহ্যং পরে বিদ্যুঃ ছিদ্রং বিদ্যাৎ পরস্য চ" এই নীতিতে বিশ্বাসী। অন্যের দুর্বলতাগুলি তার নখদর্পণে, অথচ তাঁর কার্যক্রম অপরের কাছে চির অজ্ঞাত। তাঁর সদাজাগ্রত দৃষ্টিতে একের পর এক ধরা পড়েছিল রাক্ষসের কৌশল। ~~চন্দ্রগুপ্তের~~ চাণক্যের দূরদর্শিতায় রাক্ষসের পরিকল্পিত ভাবে চন্দ্রগুপ্তকে হত্যা করার জন্য যে তোরণ নির্মাণ, অভয়দত্ত নামক বিষবৈদ্যপ্রেরণ, সৈন্যদল প্রেরণ করেছিলেন তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। চাণক্য নিজের সম্পর্কে বলেছেন — 'জাগর্তি খলু কৌটিল্যঃ'। উপরের উল্লিখিত ঘটনাগুলিই তার প্রমাণ।

6. পরগুণ গ্রাহিতা বা সম্মানীয় :-

চাণক্য নিজে অত্যন্ত গুণনিষ্ঠ হলেও পরের গুণকে সম্মান করতেন। প্রতিপক্ষের অমাত্য রাক্ষসকে তিনি মন্ত্রীবৃহস্পতি বলেছেন এবং তাঁর প্রভুভক্তির গুণগান করেছেন। ~~মন্ত্র~~ যে কোন ~~মানুষ আদর্শের প্রতি~~ তিনি শ্রদ্ধাশীল। তাই বন্ধুবৎসল চন্দনদাসের আত্মত্যাগের আদর্শকে তিনি

শিবির আত্মত্যাগের সঙ্গে তুলনা করেছেন -

"সুলভেষ্বর্থলাভেষু পরসংরক্ষণে জনে।

ক ইদং দুষ্করং কুর্যাদিদানীং শিবিনা বিনা॥"

এতে তাঁর চরিত্রের উদারতা দিকটি পরিস্ফুট হয়।

6. সুদক্ষ শাসক :-

অভিষিক্ত চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যের প্রকৃত শাসক হলেন চাণক্য, তাই তাঁর আজ্ঞাই রাজ্যের শ্রেষ্ঠ আইন। তিনি আজ্ঞার মতোই নন্দবংশের উচ্ছেদ, গুপ্তচর নিয়োগ, রাজকর্মচারীর গুণ বিবেচনা করে একজন সুদক্ষ শাসকের পরিচয় তুলে ধরেছেন।

7. কূটনীতিমতী :-

চাণক্য ছিলেন শ্রেষ্ঠ কূটিল চরিত্রের অধিকারী। চাণক্যের সকল কাজের পেছনে ছিল বৃহত্তর রাজনৈতিক প্রকল্প। প্রতিপক্ষ রাক্ষসকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়া চাণক্যের উদ্দেশ্য বা অভিপ্রায় নয়, বুদ্ধির যুদ্ধে তাঁকে জয় করে চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রিরূপে নিয়োগ করাই তাঁর অভিপ্রায় ছিল। তিনি চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে তাঁর কপট কলহের দ্বারা অন্যকেই অজ্ঞাতে বিপথে চালিত করেছেন।

8. সাম দানাদির যথাযথ ব্যবহার :-

অমাত্য চাণক্য সাম, দান, অর্থ ও দণ্ড এই নীতি চতুষ্টয় ব্যবহারে অত্যন্ত নিপুণতর ছিল। তিনি জানতেন কোন পরিস্থিতিতে কোন নীতি প্রয়োগ করতে হয়। তাঁর শিষ্টি কথা বলা, চন্দনদাসের আজ্ঞার নির্দেশ ইত্যাদি তার প্রমাণ নাটকে পরিস্থিতিতে তাঁর যে সাফল্যতা তার মূল কারণ এই সামদানাদির যথাযথ ব্যবহার।

ঙ. অভিনয় নিপুণতা:-

চাণক্য অভিনয়ে অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। রাজনৈতিক প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য অন্তরঙ্গতা কিন্তু চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে কপট কলহের অভিনয় প্রভৃতি জানা যায় তুলনা নেই। চাণক্য অভিনয়ে এত নিপুণ যে রাগে তাঁর রুদ্রমূর্তি দেখে স্বয়ং চন্দ্রগুপ্ত বলেছেন- 'অয়ে কথং সত্যমেবার্য্যঃ কুপিতঃ'

এছাড়া চাণক্য চরিত্রের অন্যান্য দিক গুলি- সামান্য অনুরোধে সন্তুষ্ট / শাস্তি না দেওয়া, বিচক্ষণতা, অন্যের প্রতি বিশ্বাস ইত্যাদি। পরিশেষে বলা যায়- ইতিহাসের ঘোর কুটিলমতি, দায় এবং সব পাপের ঊর্ধ্বে চাণক্য চরিত্রটি নাট্যকার বিশাখদত্তের প্রধান আকাঙ্ক্ষা, নীতিকাব্যের পারদর্শিতা, রাজনীতির বৈভব, ঐশ্বর্যের প্রতি নির্লিপ্ততা, দারুণ বলদর্প জৌলুস বিরাজিত হয়ে সমগ্র সব কাল ছুঁয়ে রয়েছেন।

৫. মুদ্রারাক্ষস নাটকের বিশেষত্ব বা বৈশিষ্ট্য।

ভূমিকা:-

কালিদাসোত্তর যুগে যেমন যুগের সাথে পরিবর্তিত হয়েছে সহৃদয় পাঠকের রুচি তেমনি কবিকৃতিতেও পরিবর্তনে কবিত্বের সঙ্গে পান্ডিত্যের সমন্বয় সাধিত হয়েছে। নাট্যকার বিশাখদত্ত এই যুগের এক প্রতিনিধি। তিনি চরিত্র প্রধানকে পরিত্যাগ করে রাজনীতি তথা কূটনীতিকে আশ্রয় করে নাট্যকার বিশাখদত্ত মুদ্রারাক্ষস নাটকটি রচনা করেন। বিষয়বস্তুর সাথে সাথে বিশাখদত্ত নাটকের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যেরও পরিবর্তিত করেছেন। যার ফলে নাটকটি বৈচিত্র্যপূর্ণ হয়েছে। নীম্নে নাটকটির বিশেষত্ব বা বৈশিষ্ট্য আলোচনা করা হল-

1. ঘটনা প্রধান:-

সংস্কৃত নাটকগুলি যেখানে রসপ্রধান, সেখানে মুদ্রারাক্ষস নাটকটি হল ঘটনাপ্রধান। নাটকটি রসের দিক থেকে বীররসাত্মক হলেও কোথাও যুদ্ধের বর্ণনা পাওয়া যায় নি। মহান রাজনীতিবিদ চাণক্যের রাক্ষসের কূটনীতিকে পরাস্ত করার ঘটনাতেই রস সৃষ্টি হয়েছে। 'শৃঙ্গারীচেৎ কবিঃ কাব্যে জাতং রসময়ং জগৎ' - পণ্ডিতদের এই উক্তি অন্যান্য রচনায় প্রযোজ্য হলেও মুদ্রারাক্ষস নাটকে প্রযোজ্য নয়। অন্যান্য বীররসাত্মক রচনার থেকে নাটকটির এখানেই বিশিষ্টতা।

2. বিদূষক বিহীন রচনা:-

নাটকের কাহিনীর মুখরতা থেকে বিশ্রান্তির জন্য নাটকে বিদূষক চরিত্রের উপস্থাপিত

হয়ে থাকে। অর্থাৎ বিদূষক চরিত্রটি পাঠক তথা দর্শকদের পরিতৃপ্ত করত বিচিত্র অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিচিত্র ভঙ্গীতে। এখানে উল্লেখ্য যে টানটান উত্তেজনায় ভরা মুদ্রারাক্ষস নাটকে বিদূষক চরিত্র উপস্থাপিত করেননি নাট্যকার। পাঠক এই নাটকে বিশ্রামের অবকাশ পায় নি।

3. নায়িকা ও স্ত্রীচরিত্রবিহীন রচনা:- অন্যান্য নাটকে নায়িকা কে অবলম্বন করে শৃঙ্গার, করুণ রসের উৎকর্ষ আবির্ভূত হলেও মুদ্রারাক্ষস নাটকটি নায়িকাবিহীন রচনা। আবার অপ্রধান পাত্রী হিসাবে নাটকে চন্দনদাসের পত্নীকে অমাত্যদের জন্য অশ্রুপাতে দেখতে পেলেও তার নামটি পর্যন্ত নাটকে উল্লেখ করা হয়নি। অমাত্য রাক্ষসের স্ত্রীকে চন্দনদাসের গৃহের দরজায় আড়াল থেকে অস্পষ্ট পরিচয় হলেও কোন উক্তি নাটকটিতে পাওয়া না যাওয়ায় পণ্ডিতগণ এই নাটকটিকে স্ত্রীচরিত্রবিহীন নাটক হিসাবে অভিহিত করেছেন।

4. নবত্ব প্রয়াস:- সাহিত্য দর্পণে বলা হয়েছে— 'দূরাহ্বানং বধো যুদ্ধং রাজ্যদেশাদিবিপ্লবঃ' — কিন্তু নাট্যশাস্ত্রের এই নির্দেশকে অবশ্য ভাস প্রমুখ না মেনেই নাটকে বধ, যুদ্ধ, রাষ্ট্রবিপ্লব প্রভৃতি ঘটনা দেখিয়েছেন। নাট্যকার বিশাখদত্তও এই নাটকে নাট্যশাস্ত্রের নির্দেশকে অবশ্য মান্য করে দেখিয়েছেন, যুদ্ধের বার্তাবহন হিসাবে মুদ্রার উৎকর্ষ ঘটাও। তাই বীররসের উদয়ে বিশাখদত্তের রচনাকে নবত্ব প্রয়াস বলা যায়।

5. ঘটনার মেলবন্ধন (unity of action) :- নাট্যকার বিশাখদত্ত প্রথমেই যে নাট্যবীজ অর্থাৎ

"আঃ। ক এষ ময়ি স্থিতে চন্দ্রগুপ্তমভিভবিতুমিচ্ছতি বলাৎ।"

চাণক্যের এই উক্তি নাটকের পরিশেষে ফলবতী হয়েছে প্রতিপক্ষ অমাত্য রাক্ষসের পরাজয়ে। নাট্যকার এই ফলপ্রাপ্তির জন্য কোন বাহুল্য ঘটনা অবতারণা করেননি। এই নাটকে নাট্যকারের সমস্ত ঘটনাবিন্যাস ও সমস্ত চরিত্রের উপস্থাপনের উদ্দেশ্য মূল অমাত্য রাক্ষসকে চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী হিসাবে নিযুক্ত করা। অর্থাৎ ঘটনার মেলবন্ধন বা unity of action বলতে যা বুঝায় তা এই নাটকে অত্যন্ত ভাবব্যঞ্জকভাবে ফুটে উঠেছে।

6. দৃশ্যভিত্তিক অঙ্ক বিভাজন :- ভাস, কালিদাস প্রমুখ নাট্যকার তাঁদের নাটকের অঙ্কবিভাজন চরিত্রের উপর ভিত্তি করে করেছেন। প্রধান পাত্ররা আরম্ভ থেকে শেষ পর্যন্ত অঙ্কে অবস্থান করেছেন। অপ্রধান পাত্র-পাত্রীরা মাঝখানে এসে আবার মাঝখানেই বিদায় নিয়েছেন। এই মার্গের ব্যতিক্রম ঘটেছেন নাট্যকার বিশাখদত্ত। তিনি তেমনি মুদ্রারাক্ষস নাটকের অঙ্কবিভাজন করেছেন দৃশ্যের উপর নির্ভর করে।

7. চরিত্র চিত্রণ :- নাট্যকার বিশাখদত্ত মুদ্রারাক্ষস নাটকে চরিত্র চিত্রণে বিশেষ মর্যাদায় ভূষিত হয়েছেন। প্রথমত এই নাটকে একটি চরিত্র অপর একটি চরিত্রের প্রতিপক্ষরূপে উপস্থাপিত হয়েছে। চন্দ্রগুপ্তের প্রতিপক্ষরূপে মলয়কেতু, চাণক্যের প্রতিপক্ষরূপে রাক্ষস প্রমুখ চরিত্রকে উপস্থাপিত

করেছেন। চানক্য ও রাক্ষস উভয় চরিত্রই নাটকে মূল কূট-নীতির প্রবক্তা। চানক্যকে মুদ্রারাক্ষসের নায়ক বললে রাক্ষসকে প্রতিনায়ক বলতে হবে। চরিত্রগুলির স্বরূপ বিভাজন দাবা খেলার ছকের মত সাজানো হয়েছে। এক পক্ষের ঘুঁটিগুলি কিভাবে অপর পক্ষের ছকে গিয়ে থেমেছে তা নাট্যকার দেখিয়েছেন।

৪. ধর্মাশ্রয়ী সমাজ ব্যবস্থা :-

এই নাটকের মূল বিষয় হল রাজনৈতিক বিচক্ষণতা। এখানে নাট্যকারের [illegible] ধর্মানুরাগের প্রতি প্রাবল্য পায়নি। জৈন, বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ [illegible] সকল ধর্মই পাশাপাশি স্থান পেয়েছে নাটকটিতে। এখানে পাপ-পুণ্যের বিচার এসেছে রাজনীতিকে ঘিরে। [illegible] রাজনৈতিকতার স্বরূপ আলোচনার মূল কারন হলেও প্রাচীন কালে ধর্মাশ্রয়ী সমাজে এই নাটক নতুন পথপ্রদর্শক।

৭. কূটনীতি যুদ্ধ :-

এই নাটকে সর্বত ভাবেই চানক্য ও রাক্ষসের মধ্যে কূটনীতি যুদ্ধ দৃষ্ট হয়েছে। এই নাটকে প্রায় সম্পূর্ন ঘটনায় পর্যবেশিত হয়েছে এই অমাত্যের কূটনীতি স্বার্থের জন্য। চানক্যের কূটনীতিতে রাক্ষসের সমস্ত ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়েছে। এ ঘানাতো সমস্ত ঘটনা-বিন্যাসের [illegible] উদ্দেশ্য হল অমাত্য রাক্ষসকে চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী হিসাবে [illegible] নিযুক্ত করা। এর জন্য চানক্য মাপনও জীবসিদ্ধি, ভাগুরায়ন এবং সিদ্ধার্থক, শকট; মলয়কেতু ও অর্থী সমাজ আছে যে মিত্রতা তা কোন ভাবে আপাত মিত্রতা বলা যায়, র

এই মিত্রতা অবশ্যই রাজনীতি উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য। অমাত্য রাক্ষসের মত সুনীতিজ্ঞের পক্ষেও সেই কথা মিত্রতারূপে তখনি সম্ভব হয়নি। তাই তিনি প্রসঙ্গক্রমে আক্ষেপ করে বলে- ছেন-' কথং জীবামিশ্চিরপি চন্দনদাসেনামিতিঃ। হন্ত চিত্রবিশেষাদ- মপি জীবিতম্'।